দেশের খবর স্ট্রিপ

বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩

মেলার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে শুরু হলো বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩। ১২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার এ মাহমুদ, বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান এবং বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩-এর আহ্বায়ক আলী আশফাক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এম মোর্শেদ খান বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। একইসাথে তিনি তরুণদের অধিকতর অংশগ্রহণের বিষয়টিও নিশ্চিত করার কথা বলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক বিসিএস মেলার প্রশংসা করে দেশে জনসচেতনতা গড়তে বিসিএসের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি আইসিটি সেক্টরের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিকম সেক্টরের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। তিনি বাংলা ইন্টারফেস সংবলিত মোবাইল ফোন আনার জন্য বিটিটিবির কর্মকাণ্ডের কথা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি বিটিটিবির ১০ লাখ মোবাইল অচিরেই আসবে বলেও জানান। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতির বার্তা নিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার এ মাহমুদ তার বক্তব্যে জানান, আইসিটি এক্ট প্রণয়ন করে আইন মন্ত্রণালয়ে বিল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে ২০ জানুয়ারি আইন মন্ত্রণালয় মতামত জানাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বিবরণ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে সবুর খান স্থানীয় বাজারকে সুসংহত করার আহ্বান জানান। তিনি ১৭টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানির কথা উল্লেখ করে দেশের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। দামি কম্পিউটার কেনার ক্ষেত্রে আমাদের উদারতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেই কম্পিউটারের সার্থক ব্যবহার হচ্ছে না। তিনি সবাইকে শুধু ক্রয়ে উৎসাহী না হয়ে কম্পিউটারের যথার্থ ব্যবহারে উৎসাহী হতে আহ্বান জানান। তিনি প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহার, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। পাশাপাশি ভোটার আইডি কার্ড প্রণয়নে সরকারি প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য তিনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দায়ী করেন। একই সাথে তিনি বিভিন্ন সরকারি ব্যর্থ প্রকল্পের উদাহরণ টেনে ধরে এ ধরনের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারেও আলোকপাত করেন। তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে আইটি সেক্টরের উন্নয়নে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মেলা উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক আলী আশফাক।

এরপর প্রধান অতিথি ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সবশেষে অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং মতবিনিময় করেন।

এবারের মেলায় ২২৬টি স্টল

এবারের মেলায় শ'খানেকেরও বেশি দেশী-বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানি, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিক্রেতা কোম্পানি, ইন্টারনেট সেবাদাতা কোম্পানি এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংবাদ প্রকাশনা সংস্থাগুলো অংশ নিচ্ছে। মেলায় মোট ২২৬টি স্টলে ১১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ৩৫টি স্টলে ৩০টি কম্পিউটার সফটওয়্যার নির্মাতা কোম্পানি, ১৪৯টি স্টলে ৫৪টি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রেতা কোম্পানি, ১২টি স্টলে ৮টি ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি), ১৪টি স্টলে ১৪টি তথ্যপ্রযুক্তি প্রকাশনা ম্যাগাজিন, ১৬টি স্টলে অন্যান্য কোম্পানি অংশ নিচ্ছে।

স্পন্সর

এবারের মেলার স্পন্সর বেশ কিছু কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে থাকছে স্যামসাং, গোল্ডেন স্পন্সর থাকছে এরা ইনফোটেক লিমিটেড (র‌্যাংকস আইটিটি লিমিটেড)। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয় বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩-এ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে স্পন্সর করে। এবারের শো-তে অফিসিয়াল ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক, অফিসিয়াল পানীয় হিসেবে পেপসি মনোনিত হয়।

মিডিয়া সেন্টার

এবারের মেলায় সাংবাদিকদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও মেলার সব ধরনের তথ্য সবার কাছে উপস্থাপন করার জন্য বিসিএসের ওয়েবসাইটকে ঢেলে সাজানো হয়।

সেমিনারে দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিসিএস কম্পিউটার মেলা ২০০৩-এর দ্বিতীয় দিনে গত ১৩ জানুয়ারি সোমবার দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২ টায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড বা উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আয়োজিত 'দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এই সেমিনারে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেন, দেশব্যাপী সাধারণ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা গেলে তা দেশের জন্য হবে একটি বড় অর্জন।

সেমিনারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল হাসান বলেন, সরকারের অনেকটা অংশই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্পর্শ ছাড়া চলছে। যা খুবই হতাশাজনক। তাই ই-গভর্নেন্স চালু করার মাধ্যমে সরকারের অঙ্গসমূহকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সংযুক্ত করে উন্নত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রতিটি ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। এ জন্য সব রকমের সহযোগিতা সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পড়েন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক প্রকৌশলী এম শাহজাহান খাদেম। সেমিনারে আইএসপি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু, বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান, বেসিসের সভাপতি হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। একই দিন বিকেলে 'বাংলাদেশে মানব সম্পদ তৈরিতে এনসিসি (যুক্তরাজ্য) তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার অবদান শীর্ষক আরেকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল হাসান বলেন, আমাদের দেশে ১৫ হাজার ৩৪০টি মাধ্যমিক স্কুল আছে। এসব স্কুলকেই আমাদের ভিত্তি ধরতে হবে। এখান থেকেই তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষিত করে তোলার বীজ বপন করতে হবে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এনসিসির বিজনেস ম্যানেজার এন্ড্রু রেনি।

কম্পিউটার মেলার সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী

আইসিটির উন্নতিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে উন্নতির জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩'-এ গত ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার 'বাংলাদেশে আইসিটি ও সিএমএম সনদ' শীর্ষক সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, অন্যান্য দেশে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিফোন সংযোগ দিয়ে আসে টেলিফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। আর আমাদের দেশে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় একটি ফোন সংযোগ পেতে। এটি সত্যিই নেতিবাচক একটি দিক বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সিএমএম সনদ অর্জন বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য জরুরি। সরকারকে যদি সিএমএম নিয়ে সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনা দেওয়া যায় সরকার সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে। এ পরিকল্পনা দেওয়ার জন্য তিনি ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

সেমিনারে পরিকল্পনা সচিব বদিউর রহমান বলেন, আইসিটিতে সরকারের যেসব পরিকল্পনা আছে তার বাস্তবায়নে বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। তবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, আইসিটি টাস্কফোর্সের কাজ হলো সহায়ক শক্তিকে অনুকূল করা। কিন্তু টাস্কফোর্সের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) আয়োজিত এ সেমিনারে সিএমএম সনদের উদ্দেশ্য ও এটি অর্জনের কারিগরি দিকগুলো ব্যাখ্যা করেন বিসিএসের নির্বাহী সদস্য এসএম ইকবাল। বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এসআইসিটি প্রকল্পের পরিচালক এসএএসএম তাইফুর এক্ষেত্রে সরকারের কাজগুলো তুলে ধরেন। বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। একই দিন সকাল ১০ টায় 'ব্রিজিং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড: এপ্লিকেশন অব আইসিটি ইন বাংলাদেশ পারসপেক্টিভ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যাংকস আইটিটি আয়োজিত এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কমিশনার এনএস চৌধুরী, এক্সটেন্ড কো-অর্ডিনেশন এন্ড ফগের পরিচালক এএমএম ইয়াহিয়া ও বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান। সেমিনারে বক্তারা বলেন, আইসিটির শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান ফারাকটুকু পূর্ণ করতে সহায়তা করতে পারে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পড়েন র‍্যাংকস আইটিটি লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এএইচএম সুলতানুর রেজা।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেমিনার

গত ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের 'এশিয়া আইটি এন্ড সি (তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ)' কর্মসূচির পরিচিতিমূলক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়। সেমিনারে বাংলাদেশে ইইউ-এর হেড অব ডেলিগেশন এস্কো কেনত্রসচিনস্কিজ বলেন, ইইউ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে সহায়তা করবে। সেমিনারে ইইউ ডেলিগেশনের দ্বিতীয় সচিব মিসেস এন মার্শাল, এশিয়া আইটি এন্ড সি কর্মসূচির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ক্রিস ব্রাউন ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহিদুল হোসেন খান বক্তব্য রাখেন। ২১ কোটি টাকা অনুদানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এশিয়া আইটি এন্ড সি কর্মসূচি শুরু করেছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য তথ্যপ্রযুক্তিখাতে এশিয়া ও ইউরোপের যৌথভাবে কাজ করা। যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইউরোপ এশিয়ার উন্নয়ন দেশগুলোর তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

সেমিনারে ভিওআইপিকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার আহ্বান

ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩-এর চতুর্থ দিনে গত ১৫ জানুয়ারি বুধবার অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশে ভিওআইপি বা ভয়েস ওভার আইপিকে উন্মুক্ত করতে সরকারের কাছে আবেদন জানান। আইএসপি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) আয়োজিত 'ক্ষুদ্র বিনিয়োগে ভিওআইপি' শীর্ষক এই সেমিনারে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান বলেন, গত মার্চ মাসে বিনিয়োগ বোর্ডের সভায় প্রথমবারের মতো আইটি ইনকিউবেটর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং স্থাপিত হয়। গত সপ্তাহে আমরা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক সভায় বসেছিলাম। সভায় ভিওআইপি বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাকি। তিনি আরো বলেন, ভিওআইপিতে দক্ষ লোক গড়ে তুলতে হবে। শুধু উন্মুক্ত করার আবেদন করলেই চলবে না।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পড়েন আইএসপি এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ আজহার এইচ চৌধুরী। সেমিনারে এফবিসিসিআই সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, আইএসপি এসোসিয়েশনের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু, বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

একই দিন বিকেল সাড়ে ৫টায় ব্রিটিশ কম্পিউটার সোসাইটির (একমিট) আয়োজনে 'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা' শীর্ষক আরেকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান, রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের রেকটর প্রকৌশলী এম এ মান্নান বক্তব্য রাখেন।

কম্পিউটার মেলার সেমিনারে আইসিটি মন্ত্রী

অনেক প্রতিষ্ঠানই মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করছে না

আমাদের দেশে অনেক বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানই মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করছে না। ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩'-এর চতুর্থ দিনে গত ১৫ জানুয়ারি বুধবার ব্রিটিশ কম্পিউটার সোসাইটি আয়োজিত 'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা' শীর্ষক একটি সেমিনারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান এসব কথা বলেন। তিনি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ যাতে নিশ্চিত করা যায় সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখার আহ্বান জানান। সেমিনারে বিজ্ঞান ও আইসিটি সচিব কারার মাহমুদুল হাসান, রহিম আফরোজ গ্রুপের পরিচালক নিয়াজ রহিম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের রেক্টর প্রকৌশলী এমএ মান্নান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এদিকে গত ১৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেলে কম্পিউটার মেলায় অনুষ্ঠিত আরেকটি সেমিনারে বক্তারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়কে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলেও তারা মত দেন। ডেফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (ডিআইইউ) আয়োজিত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসংক্রান্ত এই সেমিনারে কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পড়েন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোঃ সবুর খান, ডিআইইউয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিটিভির ভুল!

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন প্রতিবেলার খবরে বিটিভি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি বলে অভিহিত করছিল। দেশের সর্বোচ্চ এই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কাছে এই ধরনের ভুল সত্যিই অবাক করার মতো। সবাই যখন মেলার উৎসাহে উজ্জিবিত সেখানে বিটিভির এহেন অমার্জনীয় ভুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই প্রকাশ করে। বিটিভির এই ভুল কম্পিউটারপ্রেমী সকল শ্রেণীকে ব্যথিত করেছে। অথচ, এই বিটিভিই বিসিএস কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নির্বাচিত হয় মেলার কভারেজ প্রদানের জন্য।

নো কারেন্ট

মেলার প্রথম দিনে বিসিএস কম্পিউটার শো'তে বিদ্যুৎ সংযোগ ৩টা পর্যন্ত ছিল না। এই সময় অনেক স্টল কর্তৃপক্ষকেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। অনেকে স্টল ডেকোরেশনের কাজও ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু দর্শকরা তো আর এই অজুহাত শুনবে না। আর তাই দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে স্টল কর্তৃপক্ষদের সাদামাটা উত্তর—''নো কারেন্ট''।

সাফল্য ব্যর্থতায়
বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ১২-১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩। শৈত্যপ্রবাহের কারণে প্রথম দিন থেকেই দর্শক সমাগম ছিল কম। প্রতিদিন গড়ে মাত্র দশ হাজার দর্শক সমাগম ঘটে মেলায়। তবে প্রযুক্তি প্রেমীরা ঠিকই বৈরী আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে উপস্থিত হন মেলা প্রাঙ্গণে। অবশ্য শেষ দু'দিন আবহাওয়ার বৈরীভাব না থাকায় এই সংখ্যা গড়ে ২০ হাজারে দাঁড়ায়। মেলায় উপচে পড়া ভিড় ছিল না বলে মেলার শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কর্মীরা ছিল কিছুটা রিলাক্সড। একই সাথে সময় নিয়ে স্টলগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন দর্শকবৃন্দ। বিসিএস-এর বৈচিত্র্যময় আয়োজন, মেলায় অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের বিভিন্ন রকমের লোভনীয় অফার, আর ক্রেতাদের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে কেনাকাটা সব মিলিয়ে বলতে হয় মেলার সাফল্য ব্যর্থতার পাল্লা হেলে আছে সাফল্যের দিকেই। এবারের মেলায় সফটওয়্যারের চেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে হার্ডওয়্যার। আর এ হার্ডওয়্যারের যে বেশির ভাগই ব্যবহৃত হচ্ছে বিলাস বিনোদন সংশ্লিষ্ট কাজে তা বলাই বাহুল্য। মেলার সুযোগে অনেককেই দেখা গেল প্রয়োজনীয় কেনাকাটার পাশাপাশি বিভিন্ন উপহারও বাগিয়ে নিচ্ছেন।

গত ছয় বছর ধরে সবসময় প্রতিটি মেলা দেখে আসছেন এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র জাকির জানান, অনেক আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যখন মেলায় সময় নিয়ে ঘুরতে পারতাম, স্টলগুলো দেখতে পারতাম। মনে হচ্ছে এবার সেই দিন বুঝি ফিরে এসেছে। পার্থক্য একটাই তখন স্টল ছিল কম আর এখন এই প্রাঙ্গণ অনেক বড়। বাড়াবাড়ি রকম ভিড় না থাকায় মেলা প্রাঙ্গণে দর্শকরা ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন ইচ্ছেমতো। হাসিতে ভেঙে পড়া দুই কলেজ ছাত্রী তাদের আগমনের কারণ জানিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাণিজ্যমেলা দেখতে এসে চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের স্থাপনা দেখার লোভ সামলাতে না পেরেই মূলত মেলায় ঢুকেছেন তারা। তবে এত সুন্দর আর সাজানো কম্পিউটার মেলা তাদেরও ভালো লেগেছে। আর তাই দু'হাত ভর্তি করেছে ব্রোশিওরে। ছোট্ট শান্তনু বাবার হাত ধরে ছলছলে চোখে ত্যাগ করেছে মেলা প্রাঙ্গণ। কারণ হিসেবে তার বাবা তৌহিদ সাহেব জানালেন, বাসায় কম্পিউটার নেই তার, হয়ত কিনবেন কিছুদিন পর কিন্তু শান্তনু বায়না ধরেছে ছড়া নিবে; কেননা ওদের বাসায় টিভিতে শুধু বড়দের গান শেখায়।

সলিড কাস্টোমার

মেলায় উপচে পড়া দর্শক না হওয়ায় মেলার আয়োজক বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) প্রচুর টিকেট বিক্রি করতে না পারলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো খুব একটা নাখোশ নন। কেননা এবার ক্রেতা দর্শক ছিল প্রচুর। অধিকাংশ দর্শকরাই কিছু না কিছু কিনেছেন। এবার যা এসেছে সব সলিড কাস্টোমার এমন এক মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি এক বিক্রেতা। গলাবাজি আর ছুটোছুটি করে সারাদিন কাটাতে হয় নি বলে তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই আনন্দিত। তবে সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকেরই আক্ষেপ ছিল স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সফটওয়্যার কর্ণার ও আইএসপি কর্ণার দেয়া নিয়ে। তাদের মতে হঠাৎ করে, হার্ডওয়্যার স্টল ঘুরতে ঘুরতে সফটওয়্যার স্টলের সামনে এলে অনেক সাধারণ দর্শকই বেশ ঘাবড়ে যান।

বাংলার কদর

বাংলা কী-বোর্ডের লে আউট প্রবর্তনে মাইক্রোসফট যতোই ভারতীয়দের গুরুত্ব দিক না কেন বাংলা নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা নিরীক্ষার বেশিরভাগই কিন্তু হয় আমাদের দেশে। বাংলায় ই-মেইল করার সুবিধা নিয়ে একাধিক সফটওয়্যার প্রদর্শিত হতে দেখা গেল এবারের মেলায়। এছাড়া বিদেশী/প্রবাসী বাংলাদেশীদের শিশু সন্তানদের কথা চিন্তা করে মেলায় এসেছে Learn Bangla নামে একটি বাংলা শিক্ষামূলক সফটওয়্যার। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেল প্রোগ্রামটি মূলত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে। বিদেশে এর চাহিদাও বেশ। এছাড়া একাধিক টকিং ডিকশেনারি, ইংলিশ টু বাংলা, বাংলা টু ইংলিশ ডিকশেনারি প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে 'বাঙালীয়ানা ইন্টারএক্টিভ অভিধান'টি উল্লেখযোগ্য। ৩০,০০০-এরও অধিক শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে এ অভিধানটির ইন্টারফেস বেশ আকর্ষণীয়। আন্তর্জাতিক মানের বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ধর্ম এবং সাহিত্যের যুগল উপস্থিতি

এবারের শো'তে বেশ কিছু ধর্ম বিষয়ক সিডির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ডেফোডিল মাল্টিমিডিয়ার তৈরি 'হজ্ব ওমরা জিয়ারত' সিডিটি মেলা উপলক্ষে মুক্তিপায়। হজ্ব গমনেচ্ছুক যে কেউ এ সিডিকে একটি পরিপূর্ণ গাইড হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। জানালেন এর কর্মকর্তা জনাব আনোয়ার। ৩টি সিডি সমৃদ্ধ এর মূল্য ৩০০ টাকা। অনেককেই এ সিডি সম্পর্কে খোঁজ নিতে দেখা যায়। এছাড়া ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার পসরা সাজিয়েছে আলীম সফট। তাদের আল মুজমুয়া ইসলামী ম্যাগাজিন বেশ বিক্রি হয়েছে বলে জানা যায়।

হার্ডওয়্যার মেলা

বিসিএস কম্পিউার শো'কে দর্শনার্থীরা সফটওয়্যারের চেয়ে হার্ডওয়্যারের মেলা হিসেবেই বেশি মনে করছেন। টিসিএল নামে একটি সফটওয়্যার নির্মাতা স্টলে দর্শক সমাগম কম কেন জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা একথা বলেন। তবে মেলা ঘুরে তার এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া গেল। বেশিরভাগ দর্শকেরই আগ্রহ নতুন নতুন হার্ডওয়্যার, হাই কনফিগারেশন পিসি, এক্সেসরিজ ও নতুন পণ্যের প্রতি। মেলা উপলক্ষে কেনাকাটা সারতে আসছেন অনেকে। কেউবা আসছেন শতভাগ শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে থাকতে। তেমনি একজন টিভি ব্যক্তিত্ব আবদুন নূর তুষার। 'প্রতিবারই মেলায় ঘুরতে আসি কারণ এ মেলায় শুধু শিক্ষিত মানুষরাই আসে। এটার একটা অন্যরকম আনন্দ। তবে আগামীবার হয়তো নিজের প্রতিষ্ঠান নিয়েই আসব। কথা শেষ না করে বাকির রহস্য রেখে দিলেন চমক দেখাবেন বলে। আইসিটি মন্ত্রী ড. মঈন খানও এক ঝটিকা সফরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। অল্প দামের জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। তাই অনেক কম দামেও বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তবে এদের মান কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। সস্তা বলে কথা! ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার মেলার দর্শক সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিক্রিও হয়েছে অন্য যে-কোনো দিনের তুলনায় তিনগুণ। এ প্রসঙ্গে এক বিক্রেতা জানান, অনেকেই সেদিন দ্বিতীয়বারের মতো এসেছে। আগে দেখে গেছে, এমন অনেকেই সেদিন এসে কিনে নিয়ে গেছে। তবে এক্সেসরিজের ক্ষেত্রে সেদিন তার পূর্ববর্তী দামের চেয়েও কিছু কম দামে বিক্রি করেছে স্টল কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া এক্সেসরিজের দোকানে অল্প-স্বল্প দরদামও হতে দেখা গেছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানের বিড়ম্বনা

মেলার শেষ দিন ছিল সমাপনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিতি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ। সাড়ে চারটায় সমাপনী অনুষ্ঠান শুরুর কথা। সেই হিসেবে বিএসএফ মেলা প্রাঙ্গণের দায়িত্ব নেয় বেলা দু'টা থেকে। অথচ সেই মুহূর্তেও টিকেট কেটে বহু দর্শনার্থী ঢুকে পড়েন মেলা প্রাঙ্গণে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল বিএসএফ'কে মেলার দায়িত্ব দেয়ার এক ঘণ্টা আগে টিকেট বিক্রি বন্ধ করে দেয়া, যাতে ২০ টাকার টিকেট কেটে মেলায় প্রবেশ করেই কাউকে শুনতে না হয় মেলা ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা। পাশাপাশি দু'টা থেকে ৫টা— এই চার ঘণ্টা মেলা বন্ধ থাকায় মেলার বাইরের পরিবেশ বিঘ্নিত হয় দারুণভাবে। প্রচণ্ড ভিড় জমে যায় মেলার সব গেটে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপতি মেলা প্রাঙ্গণ ত্যাগ করা মাত্রই উত্তেজিত জনগণ গেট ভেঙে প্রবেশ করে মেলা প্রাঙ্গণে। এ সময় প্রায় ৩০ মিনিট বহু দর্শক মেলায় টিকেট ছাড়াই প্রবেশ করে।

প্রযুক্তির মেলায় তারুণ্যের আসর

নতুন প্রজন্মের সফটওয়্যার নির্মাতারা

মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) সবার জন্য উন্মুক্ত একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই ডাকে সাড়া দিয়ে বহু সফটওয়্যার নির্মাতা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি সফটওয়্যার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে মেলার তৃতীয় দিনে তিনজন ব্যক্তিগত সফটওয়্যার নির্মাতাদের পুরস্কৃত করে বিসিএস। সম্পূর্ণ নতুন বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর 'অক্ষর' তৈরি করে খান মোঃ আনোয়ার সালাম তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারকদের রায়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হন যথাক্রমে মোঃ এমরান হাসান ও জাকারিয়া বিন আবদুর রউফ। পুরস্কার প্রাপ্ত প্রোগ্রামগুলো দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'কুইজ সিস্টেম ২' আর তৃতীয় হচ্ছে 'বাংলা টাইপিং বাক্স'। বিজয়ী সফটওয়্যারগুলো বর্তমানে বিসিএস স্টলে প্রদর্শিত হচ্ছে।

মেধার লড়াই : প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

মেলার তৃতীয় দিনে স্কুল, কলেজ ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সর্বোচ্চ দ্বাদশ/ এ লেভেল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় নটরডেম কলেজের মানজুর রহমান খান, রাইয়ান কামাল ও মোহাম্মদ তানভির আল আমিনের দল প্রথম স্থান অর্জন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে ম্যাপেললিফ স্কুল দল ও ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির দল। প্রতিযোগিতাটি দুপুর সাড়ে বারোটায় শুরু করে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত চলে। প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীর ৫ জনই ছিলেন দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল নির্ভর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন। প্রতিযোগিতায় মোট ২৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। এই দলগুলো এসেছিল নটরডেম কলেজসহ ঢাকার শীর্ষস্থানীয় বাংলা ও ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। তবে শুধু প্রোগ্রামার বা সফটওয়্যার ডেভেলপার তরুণরাই নয়, স্কুল পড়ুয়া শিশু-কিশোররাও মেলায় তাদের উপস্থিতি জানান দিয়েছে সক্রিয়ভাবেই। বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগে অনেক

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে দল বেঁধে মেলা ঘুরতে দেখা গেল। ৭০ বছরের দাদু যেমন দেখা গেল তেমনি এসব নব প্রজন্মের ক্ষুদে দর্শকদের উপস্থিতিও মেলায় যোগ করেছিল এক ভিন্ন মাত্রা। তাদের উচ্ছ্বাস, প্রযুক্তির প্রতি তাদের আগ্রহ, তাদের বিস্মিত চোখের চাহনী সব মিলিয়ে সৃষ্টি করেছিল এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার। এরাই তো আমাদের প্রযুক্তি প্রজন্ম, এরাই তো আমাদের আশা, এরাই তো দেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিবে। গড়ে তুলবে আমাদের গর্বের বাংলাদেশ।

আবার বসবে মেলা

মেলা শেষ হয়ে গেছে প্রায় ১ মাস হতে চলল। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেব ইতোমধ্যেই মিলিয়ে ফেলেছেন বিসিএস কর্তৃপক্ষ। আর্থিক দিক থেকে পুরোপুরি সফল না হলেও আয়োজনের কিছু ত্রুটি বাদ দিয়ে তারা মেলাটিকে 'সফল' হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এবং তারা ভবিষ্যতেও এরকম বড় পরিসরে মেলা আয়োজনে আগ্রহী।

▪ মোঃ মারুফ হোসেন

মু খো মু খি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ মেলা পরিদর্শনকালে টুমরোর বার্তা সম্পাদক তাঁদের মুখোমুখি হয়।

এম মোর্শেদ খান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রশ্ন : বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলোতে আইটি সেল করার ব্যাপারে আপনাদের কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর : এটার একটি দাবি আজকে উঠেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং এর মাধ্যমে আমাদের বিদেশের সাথে যে ইন্টারএকশন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নেব।

মোঃ সবুর খান

সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

প্রশ্ন : এবারের মেলার মূল লক্ষ্য কী ?

উত্তর : মেলার প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে দেশের সফটওয়্যারগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। শুধু কম্পিউটার কিনে দেশের আইসিটি সেক্টরের উন্নতি করা যাবে না। কম্পিউটার কেনার পর আমাদের উচিত হবে সেটি সার্থকভাবে ব্যবহার করা। তা না হলে কম্পিউটার শুধু একটি সৌখিন পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মেলায় আমরা সবাইকে নিয়ে আমাদের ক্ষমতা কতদূর তা সবার সামনে প্রদর্শন করব। কেননা, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মানব সম্পদের উন্নয়ন।

প্রশ্ন : মেলায় সরকারের কাছে আপনাদের দাবি কী ছিল ?

উত্তর : সরকারের কাছে আমাদের দুটি প্রধান দাবি ছিল, একটি হলো কম্পিউটারাইজেশন করা এবং অন্যটি হলো বিদেশী দূতাবাসে আমাদের আইটি সেল গঠন করা। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ইতিমধ্যেই আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়নে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। এবং বিদেশী ৬০টি মিশনে এ বিষয়ে সেল স্থাপিত হবে। ফলে বিদেশের বাজারে আমরা আমাদের সফটওয়্যার বাজারজাত করতে পারব।

প্রশ্ন : আইসিটি মন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেন নি অন্য একটি অনুষ্ঠান থাকায়। দেশের সর্ববৃহৎ আইসিটি অনুষ্ঠানে আইসিটি মন্ত্রী না থাকাটা কতটুকু নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর : একজন ব্যক্তি দিয়ে দেশ চলে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া তিনি একজন মন্ত্রী, তাই আমি এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাই না। তবে আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যরা আইসিটিতে যেভাবে মনোযোগ দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি বিসিএস সভাপতি যদি আজকে কোনো ভুল করি, তবে সেজন্য ইন্ডাস্ট্রির কোনো ক্ষতি হবে না।

ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

প্রশ্ন : আইসিটি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় হওয়ায় কাজের গতি অনেক কমে যায়। এ ব্যাপারে সরকার কী উদ্যোগ নিচ্ছে ?

উত্তর : আমরা সব সময়ই সমন্বিতভাবে এগিয়ে যেতে চাই। এবং কোনো সমস্যা হলে আমরা অবশ্যই উদ্যোগ নিই। কেউ আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে আমরা সব সময়ই চেষ্টা করি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও আইসিটি মন্ত্রণালয়— এই তিন মন্ত্রণালয় মিলে আমরা দেশের বাইরে মার্কেটিংয়ের জন্য যা করা দরকার তা করব। এখানে কোনো সমস্যা হবে বলে আমরা মনে করি না।

আলী আশফাক

আহ্বায়ক, উদ্‌যাপন কমিটি, বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩

প্রশ্ন : পাশেই বাণিজ্যমেলা— এটা কম্পিউটার মেলাকে কতখানি প্রভাবিত করবে ?

উত্তর : এ পাশে বাণিজ্যমেলা, ঐ পাশে বইমেলা আর এখানে কম্পিউটার মেলা— সবকিছু মিলে এখানে একটা চমৎকার মিলনমেলার পরিবেশ বিরাজ করছে। আমরা মনে করছি, এটা একটা ভালো দিক। সবাই একসাথে সবগুলো মেলাতেই প্রবেশ করতে পারবে।